Islami Ain O Bichar
Vol. 20, Issue:77
January-March, 2024

ISSN:1813-0372, E-ISSN:2518-9530
submission: 2024-02.10
Published: 2024-06.05

DOI: https://doi.org/10.58666/iab.v20i77.264

Nationality and Citizenship of Muslims in Non-Muslim Countries : A *Fiqhi* (Jurisprudential) Review

Mizbah Uddin*

Abstract

After the European Renaissance and at the end of the 19th century, the modern state system in the contemporary world has emerged. As a result of this, on the one hand, the material progress of the world is achieved, on the other hand, moral backwardness is also observed. Due to this, some people rush towards a better way of life and are interested in acquiring nationality and citizenship in developed countries. Especially in this era of globalization, the present Muslim generation travels to non-Muslim countries to enjoy various worldly opportunities and privileges including higher education. In course of time, they acquir nationality and citizenship in those states and reside there with their next generation. As a result, the acquisition of nationality and citizenship by Muslims in non-Muslim countries has become a much-discussed issue. When to settle in a non-Muslim country, and when not, under what conditions one can accept nationality and citizenship in a non-Muslim country, and under what conditions it cannot be accepted- an endeavor has been made to find the answers to these questions in this study. In the late 19th and early 20th centuries, there were differences of opinion among Islamic jurists regarding the adoption of nationality and citizenship by Muslims in non-Muslim countries, but in modern times, Islamic jurists have approved it subject to certain conditions. After reading this paper, written in a descriptive and analytical manner, it will be evident that nationality and citizenship in non-Muslim countries can be accepted for the purposes of Shariah-compliant requirements such as conducting continuous Islamic da'wah activities; rather, it is indispensable in certain cases.

Keywords : Nationality; Citizenship; Emigration; Dār al-Islām; Dār al-Kufr.

* Mizbah Uddin is a Lecturer, Department of Islamic Studies, University of Chittagong. Email: mizbah@cu.ac.bd

অমুসলিম দেশে মুসলিমদের জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণ একটি ফিকহী পর্যালোচনা

সারসংক্ষেপ

ইউরোপীয় রেনেসাঁর পরবর্তী সময়ে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভব হয়। এর ফলে একদিকে যেমন পৃথিবীর বস্তুগত অগ্রগতি সাধন হয়, অপরদিকে তেমন নৈতিক পশ্চাৎপদতাও পরিলক্ষিত হয়। ফলে তুলনামূলক উন্নততর জীবনযাত্রার দিকে কিছু মানুষ ধাবিত হয় এবং উন্নত রাষ্ট্রে জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণে আগ্রহী হয়। বিশেষত বিশ্বায়নের এই যুগে বর্তমান মুসলিম প্রজন্ম উচ্চশিক্ষাসহ বিভিন্ন পার্থিব সুযোগ-সুবিধা উপভোগ করার নিমিত্তে অমুসলিম রাষ্ট্রে গমন করে। কালের পরিক্রমায় তারা সেসব রাষ্ট্রে জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণ করে তাদের পরবর্তী প্রজন্মসহ সেখানে অবস্থান করে। ফলে মুসলিম কর্তৃক অমুসলিম রাষ্ট্রে জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণ বহুল চর্চিত একটি বিষয়ে পরিণত হয়েছে। কখন অমুসলিম রাষ্ট্রে অবস্থান করা যাবে, আর কখন করা যাবে না, কী কী শর্ত পাওয়া গেলে অমুসলিম রাষ্ট্রে জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণ করা যাবে, আর কোন অবস্থায় তা গ্রহণ করা যাবে না- বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অমুসলিম রাষ্ট্রে মুসলিম কর্তৃক জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণ নিয়ে ইসলামী আইনতত্ত্ববিদগণের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও আধুনিককালে শরীয়াহ বিশেষজ্ঞগণ নির্দিষ্ট কিছু শর্তসাপেক্ষে এর অনুমোদন দেন। বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিতে রচিত আলোচ্য প্রবন্ধ পাঠান্তে জানা যাবে, শরীয়াহ সম্মত প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে যেমন–নিরবচ্ছিন্ন ইসলামী দাওয়াহ্ কার্যক্রম পরিচালনা প্রভৃতি উদ্দেশ্যে অমুসলিম দেশে জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণ করা যাবে; বরং ক্ষেত্র বিশেষে তা আবশ্যকও বটে।

মূলশব্দ : জাতীয়তা; নাগরিকত্ব; হিজরত; দারুল ইসলাম; দারুল কুফর

ভূমিকা

পৃথিবীর বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও জনপদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রাচীনকালে গোত্র পরিচয়ে মানুষ বেড়ে উঠতো। ব্যক্তির জন্ম যে গোত্রে, সে গোত্রের কর্তৃত্ব তাকে মেনে চলতে হতো। গোত্রের অস্তিত্বের সাথে ব্যক্তির জীবন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ছিলো। গোত্রের অভ্যন্তরীণ জুলুম, নির্যাতন, নিপীড়ন ও স্বেচ্ছাচারিতায় অতিষ্ঠ হয়ে গোত্র ও জনগোষ্ঠী পরিহার করার বিন্দুমাত্র কল্পনাও অবান্তর ছিলো। কেউ চাইলেও স্বীয় গোত্র ছেড়ে অন্য গোত্রে স্থানান্তরিত হওয়ার কোনো সুযোগ ছিলো না। ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাপ্তিলগ্নে প্রচলিত আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভব হয়। তখন থেকেই নাগরিকত্ব ও জাতীয়তার ধারণার প্রচলন হয়। সুনির্দিষ্ট নিয়ম ও শর্তসাপেক্ষে রাষ্ট্রের বসবাসকারীদের জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব দেওয়া হয়, যাতে রাষ্ট্র ও নাগরিকদের মাঝে দৃঢ় মেলবন্ধন তৈরি হতে পারে। এক রাষ্ট্রের জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব প্রদানের নিয়ম অপর রাষ্ট্রের চেয়ে ভিন্নতর, যেনো প্রত্যেক রাষ্ট্র স্বীয়

সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক পরিচয় প্রভৃতি সংরক্ষণ করতে সক্ষম হয়। কখনো দেখা যায়, একজন মুসলিম ব্যক্তি অমুসলিম রাষ্ট্রের জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণে আগ্রহী হয়ে ওঠে। ফলে অমুসলিম রাষ্ট্রে মুসলিম কর্তৃক জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণের বিধান নিয়ে নতুন করে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা দেখা দেয়, যাতে মাকাসিদুশ শরীয়াহ বাস্তবায়নের দিক যেমন পরিলক্ষিত হবে, পাশাপাশি সর্বোচ্চ মানবকল্যাণ সাধন ও সম্ভাব্য অকল্যাণ অপসারণও প্রাধান্য পাবে। একজন মুসলিম অমুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করার মাধ্যমে সামাজিক, চারিত্রিক ও সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ইসলামী মূল্যবোধহীন একটি রাষ্ট্রে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে যে পরিবেশে সে এতোদিন বেড়ে ওঠেছে, লালিত-পালিত হয়েছে ও শিক্ষা গ্রহণ করেছে, তাকে সেই পরিবেশ ছেড়ে সম্পূর্ণ বিপরীত একটি পরিবেশকে বেছে নিতে হয়। তাই এ বিষয়ে বৈধতা ও অবৈধতার মানদণ্ড নির্ধারণ খুবই জরুরি হয়ে পড়ে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে এ ব্যাপারে ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞদের মতামত উপস্থাপন করে তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে অমুসলিম রাষ্ট্রে মুসলিম কর্তৃক জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণে ফিকহী সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে।

জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব: প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলি

জাতীয়তা (Nationality) এর আরবী প্রতিশব্দ হলো : الجنسية (জিনসিয়্যাহ)। الجنسية সম্পর্কে সামী আল মায়দানি উল্লেখ করেন,

الجنسية هي علاقة الشخص بأمة معينة

জাতীয়তা হলো একটি নির্দিষ্ট জাতির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক (al-Maydānī 1931, 93)।

বংশ ও রক্তের সম্পর্ককে ভিত্তি ধরে প্রাচীন গ্রীসে জাতীয়তা নির্ণয় হতো। এই প্রক্রিয়া সামন্তযুগ (العصر الإقطاعي) পর্যন্ত চলমান ছিলো। সামন্তযুগে এসে রক্তের অধিকারের উপর অঞ্চলের অধিকার প্রাধান্য পেল। অর্থাৎ, ব্যক্তি জন্মের পর থেকে যে অঞ্চলে বেড়ে ওঠেছে, সেটাই তার জাতীয়তা হিসেবে গণ্য হবে। আর আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভবের পরে এখন এটি রাজনৈতিক ও আইনী বিষয়ে রূপান্তরিত হয়েছে। এ বিষয়গুলো উল্লেখ করে ড. জাওদাহ আল আযব জাতীয়তার সংজ্ঞা দেন এভাবে,

رابطة قانونية و سياسية تنشأ بين الفرد و الدولة يترتب عليها حقوق له و التزامات عليه

জাতীয়তা হলো ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যকার উদ্ভূত এমন রাজনৈতিক ও আইনী সম্পর্ক যার উপর ভিত্তি করে ব্যক্তির অধিকার ও দায়দায়িত্ব সাব্যস্ত হয় (al-'Azab 2019, 19)

সহজ কথায়, জাতীয়তার মাধ্যমে ব্যক্তির উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব তৈরি হয়। সেই সাথে এর মাধ্যমে রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মধ্যে যে সম্পর্ক তৈরি হয়, তাতে রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তির দায়িত্ববোধ যেমন থাকে, তেমনভাবে রাষ্ট্রও ব্যক্তির জন্য কিছু অধিকার সুনিশ্চিত করে।

নাগরিকত্ব (Citizenship) এর আরবী প্রতিশব্দ مواطنة (মুওয়াতানাহ)। আরবীতে وطن ও موطن শব্দটি সাধারণত কোনো স্থান বা জায়গা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহর বাণী :

﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ... ﴾

অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন বহু জায়গায়...(al-Qur'ān, 9:25)

সামিহ ফাওযি مواطنة এর সংজ্ঞায় বলেন,

المواطنة هي تمتع الشخص بحقوق و واجبات، وممارستها في بقعة جغرافية معينة، لها حدود محددة

নাগরিকত্ব হলো নির্ধারিত সীমানা আছে এমন একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক অংশে ব্যক্তির অধিকার ও দায়িত্বচর্চার সুযোগ লাভ করা। (Fawzī 2007, 7)

নাগরিকত্বকে নাগরিক অস্তিত্বও বলা যায়। এটার মাধ্যমে রাষ্ট্র নাগরিকদের অধিকার সুনিশ্চিত করে এবং তাদের উপর কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্যও আরোপ করে। যার ফলে সকলেই স্বায়ত্তশাসিত ও সমান মর্যাদার অধিকারী হয়।

কিছুটা পার্থক্য থাকলেও 'নাগরিকত্ব' এবং 'জাতীয়তা' শব্দদ্বয় প্রায়ই আন্তর্জাতিক আইনী গবেষণায় সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণকে আরবীতে (التجنس) বলা হয়। যেমন:

تجنس : دخول الأجنبي في جنسية بلد معين واعتباره كمواطنيه من حيث الحقوق والواجبات

'জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণের মানে হলো: ভিনদেশী ব্যক্তির নির্দিষ্ট কোনো রাষ্ট্রের জাতীয়তায় অন্তর্ভুক্তি এবং অধিকার-কর্তব্যের ক্ষেত্রে এর নাগরিকদের মতো তার মূল্যায়ন' (Faruqi 1982, 472)।

জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণকারী ব্যক্তির জন্য মূল নাগরিকের মতো সমস্ত অধিকার সাব্যস্ত হবে। মূল নাগরিকের মতো সমানভাবে সমস্ত অধিকার ভোগ করবে। তার সাথে কোনো প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না। তাঁর উল্লেখযোগ্য কিছু অধিকার হলো :

- জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণকারী ব্যক্তি উক্ত দেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের অধিকার লাভ করবে।
- সে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অধিকারসমূহ যেমন, ভোট প্রদানের অধিকার, মৌলিক স্বাধীনতা চর্চা ইত্যাদি অধিকার মূল নাগরিকের মতো ভোগ করবে।
- সরকারী চাকরি গ্রহণের অধিকার যেমন, বিচার কার্য, সামরিক ও বেসামরিক পদে চাকরির অধিকার ভোগ করবে।
- মূল নাগরিকের মতো মৌলিক স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার।
- ভিন্ন কোনো রাষ্ট্রে অবস্থানকালীন জান-মাল সুরক্ষার কূটনৈতিক অধিকার (Tūbūliyyāk 1998, 78)।

তাঁর উল্লেখযোগ্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ হলো:

- রাজনৈতিক বা আর্থ-সামাজিক প্রতিটি ক্ষেত্রে জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব প্রদানকারী রাষ্ট্রের আইনানুগ সকল সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া।

- ব্যক্তির সমস্ত সামর্থ্য ও যোগ্যতা দিয়ে সে রাষ্ট্রের গঠন, উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে অংশগ্রহণ।
- বহির্বিশ্বে রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করা, রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষায় অংশগ্রহণ ও রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কল্যাণ বাস্তবায়নে প্রচেষ্টা, প্রয়োজনে সামরিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ (Ibid, 79)।

স্বতন্ত্র পরিভাষা রূপে প্রকাশ না পেলেও মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভিক সময় থেকেই ইসলামে জাতীয়তা ও নাগরিকত্বের ধারণা বিদ্যমান ছিলো। কারণ, মদীনায় সকল গোত্রের সমন্বয়ে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলো, যেখানে ইয়াহুদী, খ্রিস্টান ও অগ্নিপূজক সহ অনেক অমুসলিম গোত্র বসবাস করতো। মুসলিম ও অমুসলিম গোত্রের মাঝে চুক্তির ভিত্তিতে ইসলামী রাষ্ট্রে সবার সহাবস্থান ছিলো। সেখান থেকে ইসলামী জাতীয়তা ও নাগরিকত্বের ধারণা পাওয়া যায়। ইসলামী রাষ্ট্র ও সেখানে অবস্থানকারী সকল অধিবাসীর মাঝে যে সম্পর্ক তৈরি হয়, তাকে ইসলামী জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। অনেকেই ইসলামী রাষ্ট্রের জাতীয়তা ও নাগরিকত্বকে ইসলামী বিশ্বাসের সাথে সীমাবদ্ধ করে ফেলেন। মুসলিম হলেই ইসলামী রাষ্ট্রের জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব প্রদান করা হবে, অন্যথায় নয়। কিন্তু তাতে সম্পূর্ণরূপে ইসলামে জাতীয়তা ও নাগরিকত্বের প্রকৃত ধারণা চিত্রায়ন হয় না। কারণ, ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিম জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি অনেক অমুসলিম জনগোষ্ঠী বসবাস করে। সালিহ আল মাসলুত বলেন,

> المواطنة من المنظور الإسلامي هي مجموع العلاقات والروابط والصلات التي تنشأ بين دار الإسلام و كل من يقطن فيها سواء أكانوا مسلمين أم ذميين أم مستأمنين
>
> ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে নাগরিকত্ব বলতে দারুল ইসলাম ও সেখানে অবস্থানকারী মুসলিম, অমুসলিম, যিম্মী কিংবা নিরাপত্তাপ্রার্থী নাগরিকদের মাঝে বিদ্যমান বন্ধন, সংযোগ ও সম্পর্কের সমষ্টিকে বোঝায় (al-Maslūt 2013, 44)।

সহজে এভাবে বলা যায় যে, দারুল ইসলাম এবং সেখানে বসবাসকারী মুসলিম ও আশ্রয় গ্রহণকারী সকল অধিবাসীর মাঝে যে চুক্তিভিত্তিক সম্পর্ক তৈরি হয়, ইসলামী দৃষ্টিকোণে তাই জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব।

ফকীহদের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের প্রকারভেদ

ফকীহগণ তাঁদের সময়ে বিদ্যমান রাষ্ট্রকাঠামোকে বিভিন্ন প্রকারে বিভক্ত করে সেখানে বসবাস করা বৈধ নাকি হারাম- সে ব্যাপারে মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের উক্ত প্রকারভেদ এবং এর পেছনে সক্রিয় মূলনীতিগুলো থেকে আধুনিক সময়ের মুসলিম ফকীহগণ অমুসলিম রাষ্ট্রে জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণ করে অবস্থান করার বৈধ-অবৈধের বিধান নির্ণয় করেছেন। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় রাষ্ট্রের প্রকারভেদ সম্পর্কে ফকীহদের বিভিন্ন মতামত সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

পূর্ববর্তী ফকীহ তথা ইসলামী আইনতত্ত্ববিদগণ রাষ্ট্রের প্রকারভেদ নির্ণয়ে বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেন। অধিকাংশ ফকীহ রাষ্ট্রকে দুই প্রকারে বিভক্ত করেছেন। তা

হচ্ছে, দারুল ইসলাম ও দারুল হারব[১] (al-Zuḥaylī1998, 167; Khallāf 2001, 66)। ইমাম শাফিয়ী রহ. উপরিউক্ত দুই প্রকারের সাথে 'দারুল আহদ' নামে অন্য একটি প্রকার যুক্ত করে মোট তিন প্রকারে বিভক্ত করেছেন। (al-Shafi'ī 2001, 2:182)

রাষ্ট্রের এ শ্রেণিবিন্যাস 'নস' (text) দ্বারা সাব্যস্ত নাকি তা গবেষণামূলক ও ইজতিহাদী বিষয়- এ নিয়ে ফকীহগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। সকল আধুনিক ফকীহ এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, পূর্বের ফকীহগণ যেভাবে রাষ্ট্রের শ্রেণিবিন্যাস করেছেন, তা বিশুদ্ধ। তবে অনেকে মনে করেন যে, রাষ্ট্রের শ্রেণিবিন্যাস শরীয়তের মূল নস ও সূত্র দ্বারা প্রমাণিত। তাই সে শ্রেণিবিন্যাসের বিরূদ্ধাচরণ করা যাবে না। ড. আব্দুল আজীজ এই মতের সমর্থন করেন (al-Aḥmadī 2004, 1:301; Zaradūmī 2006, 85)।

ড. যুহাইলী, শায়খ আবু যাহরা, শায়খ খাল্লাফ, ড. ফাতানী ও ড. কারজাভীসহ অধিকাংশ আধুনিক ফকীহ মনে করেন যে, রাষ্ট্রের শ্রেণিবিন্যাস একটি গবেষণামূলক ও ইজতিহাদী বিষয়। যুগসমস্যা সমাধানে ইজতিহাদের মাধ্যমে শ্রেণিবিন্যাস করা হয় (al-Zuḥaylī 1998, 193; Khallāf 2001, 83; al-Qarḍāwī 2009, 2:880)।

কিসের ভিত্তিতে ফকীহগণ রাষ্ট্রের শ্রেণিবিন্যাস করেছেন তা জানা প্রয়োজন। কেননা ফকীহগণ যে মূলনীতি অনুসরণ করে রাষ্ট্রের শ্রেণিবিন্যাস করেছেন, তাতে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন, মালিকী, শাফিয়ী, হাম্বলী এবং হানাফীদের মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. রাষ্ট্রের শ্রেণিবিন্যাসের ক্ষেত্রে মুসলিম শাসকদের কর্তৃত্ব ও ইসলামী বিধান প্রচলনের দিকটি বিবেচনায় রেখেছেন। যে রাষ্ট্রে মুসলিম শাসকের কর্তৃত্ব থাকবে এবং ইসলামী বিধানের প্রচলন থাকবে, তা দারুল ইসলাম, অন্যথায় তা দারুল কুফর। আধুনিক ফকীহগণের মধ্যে আব্দুল আজিজ আহমদী এই মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন (al-Qaḥṭānī 1413H, 238; al-Aḥmadī 2004, 1:238)।

ইমাম আবু হানিফা রহ. মুসলিমগণের কর্তৃত্বের মাধ্যমে শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বিদ্যমান থাকার ভিত্তিতে রাষ্ট্রের শ্রেণিবিন্যাস করেছেন। যদি মুসলিম কর্তৃত্বাধীন কোনো রাষ্ট্রে মুসলিম জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়, তাই দারুল ইসলাম। অন্যথায় তা দারুল কুফর। আধুনিক ফকীহগণের মধ্যে আবু যাহরা ও যুহাইলী রহ. এই মতকে প্রাধান্য দেন। তেমনভাবে আযহারের শায়খগণও এই মতকে প্রাধান্য দেন (Abū Yaḥyā 1995, 57; al-Zuḥaylī 1998, 172)।

ইবনুল কাইয়িম রহ. এর মতে, যে রাষ্ট্রে ইসলামী বিধিবিধান ও নিদর্শনাবলি বিদ্যমান থাকবে, তা দারুল ইসলাম। ইসলাম বিরোধী বিধিবিধান সেখানে থাকতেও পারে।

---

১. মুসলিম কর্তৃত্বাধীন কোনো রাষ্ট্র, যেখানে মুসলিম জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়, তাই দারুল ইসলাম। আর অমুসলিম কর্তৃত্বাধীন রাষ্ট্র, যাতে মুসলিম জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা থাকে না, তা দারুল হারব। যে সব রাষ্ট্র অমুসলিম কর্তৃত্বাধীন থেকেও মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে চুক্তিবদ্ধ থাকে এবং খারাজ আদায় সাপেক্ষে মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধবিরতির পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তাই দারুল আহদ (Abū Yaḥyā 1995, 57; al-Zuḥaylī 1998, 172)।

ইসলামের সকল বিধান, শাস্তি আইন ও নিদর্শন বিদ্যমান থাকুক কিংবা আংশিক বিদ্যমান থাকুক (Ibn al-Qayyim 2021, 2:728)।

অনেকেই নাগরিকদের আধিক্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের শ্রেণিবিন্যাস করেন। যে রাষ্ট্রের অধিকাংশ নাগরিক মুসলিম, তা দারুল ইসলাম। যে রাষ্ট্রের অধিকাংশ নাগরিক অমুসলিম, তা দারুল কুফর। (Qal'ajī 1996, 205)

উপরিউক্ত বক্তব্য থেকে এ কথা সহজেই অনুমেয় যে, প্রত্যেকেই সমসাময়িক পরিস্থিতি বিবেচনায় নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন। যারা ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব দেখেছেন, তারা সেটা বিবেচনায় রেখে রাষ্ট্রের শ্রেণিবিন্যাস করেছেন। আর যারা ইসলামী রাষ্ট্রের দুর্বল হওয়া দেখেছেন, তারা সেটা বিবেচনায় রেখে রাষ্ট্রের শ্রেণিবিন্যাস করেছেন। যারা ইসলামী খিলাফতের বিলুপ্তি দেখেছেন, তারা নাগরিকদের আধিক্য বিবেচনায় রেখে রাষ্ট্রের শ্রেণিবিন্যাস করেছেন।

অনেকেই মনে করেন, যদি দারুল ইসলামে দুর্নীতির অনুশীলন-চর্চা ব্যাপক হয়ে পড়ে, তবে তা দারুল হারবের সমতুল্য। প্রকৃত দারুল ইসলামের সন্ধান পাওয়া না গেলে মুসলিমগণ যতদিন দুর্নীতিগ্রস্ত অঞ্চলে তাদের ধর্ম পালন করতে পারে ততদিন তাতে অবস্থান করতে পারবে। প্রকৃত পক্ষে দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের সংজ্ঞায়নে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তা অমীমাংসিত একটি বিতর্ক। বিশেষত রাষ্ট্রের শ্রেণিবিন্যাসের যে রীতি চলে আসছে, তা কুরআন থেকে নেওয়া হয়েছে, এমন নয়। উল্লিখিত সব মতামত ইজতিহাদের ফলাফল, যা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রযোজ্য।

আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় দারুল ইসলাম ও দারুল কুফর

আধুনিক ইসলামী আইনতত্ত্ববিদগণ প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাষ্ট্রের প্রকৃতি নিয়ে বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেন। তাঁদের মতামত বিশ্লেষণ করল পাঁচ ধরনের মতামত পাওয়া যায়।

এক. ড. আয যুহাইলী মনে করেন, বর্তমান রাষ্ট্রগুলো দারুল ইসলাম ও দারুল হারব হিসেবে শ্রেণিবিন্যাস করা যাবে না। বরং বিশ্বায়নের এই যুগে পৃথিবীর সব রাষ্ট্র যেনো একটি রাষ্ট্র। (al-Zuḥaylī 1998, 197)

দুই. আল্লামা ফারিস আয যাহরানী প্রমুখ মনে করেন, বর্তমান বিশ্বের সকল রাষ্ট্রই দারুল কুফর। (al-Zahrānī,1:73)

তিন. ড. আব্দুল আজিজ আহমদী মনে করেন, বর্তমান বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোকে দারুল ইসলাম ও দারুল হারব হিসেবে ভাগ করা হবে।(al-Aḥmadī 2004, 1:239)

চার. শায়খ মুহাম্মদ আবু যাহরার মতে, বর্তমানে রাষ্ট্রগুলোকে দারুল ইসলাম ও দারুল আহদ হিসেবে বিভক্ত করা হবে।(Abū Yaḥyā 1995,75)

পাঁচ. ড. ইউসুফ আল কারজাভীর মতে, বর্তমান বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো তিনভাগে বিভক্ত করা যাবে। দারুল ইসলাম, দারুল হারব ও দারুল আহদ। মুসলিম রাষ্ট্রগুলো দারুল ইসলাম। জায়নিস্ট ইহুদি কর্তৃত্বের রাষ্ট্র দারুল হারব। আর অন্যান্য সকল রাষ্ট্র দারুল আহদ। (al-Qardāwī 2009, 2:900)

একটি ছকের মাধ্যমে সহজেই উপরিউক্ত পাঁচটি মতামতকে সমন্বয় করে এভাবে দেখানো যায়,

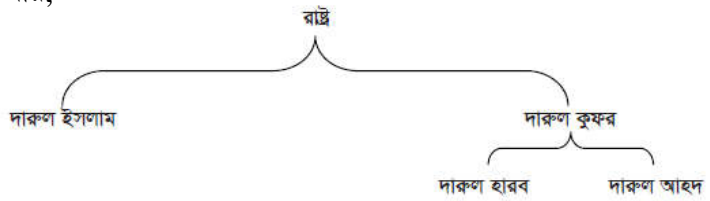

আধুনিক আইনতত্ত্ববিদগণ দারুল কুফরে অবস্থান করার বিধান থেকেই অমুসলিম রাষ্ট্রে জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণ করে অবস্থান করার বিধান নির্ণয় করেছেন।

দারুল কুফরে অবস্থান ও হিজরত

ইসলাম ও মুসলমানদের ইতিহাসে হিজরতের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। প্রাথমিক অবস্থায় মক্কায় আল্লাহর নবী ﷺ ও মুসলমানগণ ইসলাম পালনে সামাজিক বৈষম্যও নিপীড়নের শিকার হন। এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহর রাসূল ﷺ নিজ জন্মভূমি মক্কা ত্যাগ করতে বাধ্য হন। ইসলামের ইতিহাসে এই দেশত্যাগই সাধারণত 'হিজরত' নামে পরিচিত। আধুনিক আলেমদের মধ্যে সাঈদ আল-কাহতানি মনে করেন, অমুসলিম ও অবিশ্বাসীদের দেশ থেকে মুসলমানদের দেশে হিজরত করা আবশ্যক। কেউ যদি দারুল হারবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, তার ওপর ওয়াজিব হলো, সে হিজরত করে দারুল ইসলামের দিকে চলে যাবে। এছাড়াও যেখানে জীবনহানির আশংকা এবং নিষিদ্ধ বিষয়ের ছড়াছড়ি রয়েছে, সেখান থেকেও হিজরত করা ওয়াজিব (al-Qaḥṭānī 1413H, 286-88)।

এটা লক্ষণীয় যে, মুসলিম ভূমিতে হিজরত ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে মুসলিম আইনতত্ত্ববিদগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বেশিরভাগ মালিকী এবং হানাফী আইনবিদগণ মতামত দিয়েছেন যে, কাফির ও অবিশ্বাসীদের ভূখণ্ডে বসবাস করা মুসলিমগণের জন্য বৈধ নয়। মালিকী মাযহাব ও দাউদ জাহিরীর মতে অমুসলিম রাষ্ট্রে মুসলিমদের অবস্থান কোনোভাবেই বৈধ নয়, ফিৎনার শংকা থাকুক বা না থাকুক (Ibn Bayyah 2018, 392)। ইবনু হাযাম রহ. বলেন, জিহাদ ব্যতীত বা আমিরের নির্দেশ ছাড়া অমুসলিম রাষ্ট্রে যে মুসলিম প্রবেশ করে, অল্প কিছুক্ষণ অবস্থান করাও তার জন্য হারাম অবস্থান হিসেবে বিবেচ্য হবে (Ibn Ḥazam 1994, 5:419)। ইমাম মালিক রহ. এ ক্ষেত্রে আরো বেশি শক্ত অবস্থান নিয়ে বলেন, যেসব রাষ্ট্রে সাহাবায়ে কেরাম বা সালাফগণকে গালমন্দ করা হয়, তাতে মুসলিমদের অবস্থান নিষিদ্ধ (Ibn Bayyah 2018, 392)। শাফিয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের মতামত হলো, শর্তসাপেক্ষে মুসলিমগণ অমুসলিম রাষ্ট্রে অবস্থান করতে পারে। তারা যদি ইসলাম পালন করতে পারে এবং কোনো ফিতনার আশংকা না করে, তবে তাদের জন্য তা বৈধ হবে। কিছু শাফিয়ী ফকীহ মনে করেন যে, ক্ষেত্রবিশেষে অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করার সুপারিশ করা যায়। আল-মাওয়ারদীর মতে, যদি কোনো মুসলিম দারুল

কুফরে তার ধর্ম প্রকাশ করতে পারে, তাহলে উক্ত দেশটি দারুল ইসলামের অংশ হয়ে যায়। তাই সেখানে বসবাস করা হিজরত করার চেয়ে উত্তম। কারণ, আশা করা যায় যে অন্যরা ইসলাম গ্রহণ করবে (তার ইসলামী আচরণের কারণে) (al-NawawīND,19:264; Ibn Ḥajar 2019,7:230)।

অনেকে হিজরতের আবশ্যকতার প্রমাণ হিসেবে সূরা নিসার ৯৭ নং আয়াতটি উপস্থাপন করেন।

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾

যারা নিজেদের আত্মার উপর যুলম করেছিল এমন লোকেদের প্রাণ হরণের সময় ফেরেশতারা তাদেরকে জিজ্ঞেস করে- 'তোমরা কোন কাজে মগ্ন ছিলে'? তারা বলে, 'দুনিয়ায় আমরা দুর্বল ক্ষমতাহীন ছিলাম', ফেরেশতারা বলে, 'আল্লাহর যমীন কি প্রশস্ত ছিল না যাতে তোমরা হিজরত করতে'? সুতরাং তাদের আবাসস্থল হবে জাহান্নাম এবং তা কতই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থান! (al-Qur'ān, 4:97)

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম তাবারী রহ. বলেন,

أن هاتين الآيتين والتي بعدهما، نزلت في أقوام من أهل مكة كانوا قد أسلموا وآمنوا بالله و برسوله، وتخلَّفوا عن الهجرة مع رسول الله ﷺ حين هاجر، وعُرِض بعضهم على الفتنة فافْتُتِن، وشهد مع المشركين حرب المسلمين، فأبى الله قبول معذرتهم التي اعتذروا بها

এই আয়াতগুলো মক্কার এমন এক গোষ্ঠীর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমানও এনেছিল কিন্তু আল্লাহর রাসূলের সাথে হিজরত থেকে পিছপা হয়েছিল। পরে তাদের কেউ কেউ ফিতনার সম্মুখিন হয় এবং মুশরিকদের সাথে মিলে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ফলে আল্লাহ তাআলা তাদের পেশকৃত ওযর গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। (al-Ṭabarī 2000, 9:102)

মুফাসসিরগণের ব্যাখ্যার আলোকে বলা যায়, উক্ত আয়াতের 'কার্যকারণ' (علة الحكم) হলো, সার্বিকভাবে ইসলাম অনুশীলনে অক্ষমতা। ফলে, মুসলিমকে অমুসলিম রাষ্ট্র থেকে হিজরত করতে হবে, যদি সে স্বাধীনভাবে ইসলাম পালন করতে অক্ষম হয় কিংবা ফিতনার সম্মুখিন হয়। তবে মুসলিমদেরকে শুধুমাত্র একটি মুসলিম দেশেই থাকতে হবে- সংশ্লিষ্ট আয়াত এই বিষয়টি অকাট্যভাবে বোঝায় না।

ড. খালেদ আবুল ফাদল যুক্তি দিয়ে বলেন যে, কুরআনের এই আদেশ অবশ্যই একটি ধারাবাহিক ফলাফলের দিকে নিয়ে যায় না। 'নিপীড়িত' বলতে কুরআন কী বোঝায়? এবং নিপীড়ন কি অমুসলিম ভূমিতে বসবাসের সমার্থক? যদি একটি ইসলামিক ভূখণ্ডে মুসলিম ব্যক্তি নিপীড়নের সম্মুখীন হয় এবং একমাত্র আশ্রয়স্থল হল অমুসলিম অঞ্চল; এবং কেউ যদি অমুসলিম ভূখণ্ডে পালিয়ে যায় তবে আল্লাহর আদেশকৃত বিষয়টি কিভাবে পালন করা যায়?" (El Fadl 1994, 144)

মিশরের সাবেক গ্র্যান্ড মুফতি শেখ জাদ আল হক তাঁর এক ফতোয়ায় বলেন, "একজন মুসলিম অমুসলিম দেশে বসবাস করতে পারে যদি সে সেখানে শান্তিপূর্ণ ও স্বাধীনভাবে ইসলাম পালন করতে পারে। শুধুমাত্র তার ধর্মীয় স্বাধীনতা, তার মর্যাদা ও সম্পদের সংরক্ষণের ভয় থাকলে তার জন্য হিজরত করা বাধ্যতামূলক হয়ে যায়।" (Tūbūliyyāk 1998,54)।

আল-কাহতানিসহ যারা হিজরতের ব্যাপারে জোর দিয়েছেন, তাঁরা যুক্তি উপস্থাপন করেন যে, আল ওয়ালা ওয়াল বারা[২]ও হিজরতের মধ্যে অন্তর্নিহিত পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে। মুসলমানদের অবিশ্বাসীদের মধ্যে না থাকার নির্দেশ আল্লাহর নবীর মৌখিক বক্তব্য থেকে স্পষ্ট। আল-কাহতানি একটি হাদীস উদ্ধৃত করেন যাতে বলা হয়, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين

আমি এমন কোনো মুসলমানের জন্য দায়ী নই, যে কাফেরদের মধ্যে থাকে (al-Tirmidhī 2015, 1604)।

এই হাদীসটি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, এই উপদেশটি এমন সময়ে জারি করা হয়েছিল যখন মক্কায় মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা চরমে ছিল। যারা নবীর হিজরতের পর মক্কায় থাকতে চেয়েছিলেন, তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হলেই তা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিলো। অন্যথায় তাদের হিজরত করতে হবে। ইবনু হাজার রহ. বলেন, উপর্যুক্ত হাদীসটি এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যিনি নিজের ধর্মের ব্যাপারে নিরাপদ নয় (Ibn Ḥajar 2019, 6:29)। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কার অনেক মুসলিমকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পরেও মক্কায় অবস্থানের অনুমতি দিয়েছিলেন যেমন, আব্বাস ইবনু মুত্তালিব রা.। যেহেতু তাদের ফিতনার কোন আশঙ্কা ছিল না। সুতরাং বর্তমান সময়ে অমুসলিম রাষ্ট্রে যে সকল মুসলমান নিরাপদে নিজেদের ধর্ম পালন করতে পারেন, তারা এই হাদীসের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

হিজরতের ইস্যুতে, এমন অনেক হাদীস রয়েছে, যার মাধ্যমে এটা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর নবী ﷺ তাঁর সঙ্গীদের অমুসলিমদের সাথে বসবাস করতে অনুমতি দিয়েছিলেন এবং তাদের কাছ থেকে সুরক্ষিত থাকতে বলেছিলেন। আবিসিনিয়ায় সাহাবীগণের হিজরত ও মদিনায় আল্লাহর রাসূল ﷺ এর হিজরতের ছয় বছর পর তাদের প্রত্যাবর্তন থেকে জানা যায় যে, হিজরত কেবলমাত্র তাদের জন্য প্রয়োজনীয়, যারা দুর্বল ও ধর্মীয় নিপীড়নের শংকায় ছিলো।

নিম্নোক্ত বিবরণগুলো এই বাস্তবতাকে সমর্থন করে যে, আল্লাহর নবী ﷺ এর মদিনায় হিজরত করার পর অনেক মুসলিম মক্কায় অবস্থান করাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। যেমন:

২. 'আল-ওয়ালা' হলো- আল্লাহ, তাঁর রাসূল ﷺ, ইসলাম ও এর অনুসারী মুসলিমদের ভালোবাসা এবং সাহায্য করা। 'আল-বারা' হলো- আল্লাহ ব্যতীত মিথ্যে উপাস্যদের ঘৃণা করা, কুফর ও কুফরের অনুসারীদের ঘৃণা করা এবং বিরোধিতা করা (al-'Awnī ND, 5)।

- নুয়াইম ইবনে আব্দুল্লাহ রা. ছিলেন প্রথম দিকের ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন। তিনি তাঁর গোত্রের এতিম ও বিধবাদের একটি দলের আর্থিক যোগানদাতা ছিলেন। তিনি তাঁর হিজরত স্থগিত করেছিলেন। কারণ, তাঁর গোত্রের অবিশ্বাসীরা তাকে থাকতে অনুরোধ করেছিল। তারা তার নিরাপত্তা ও সুরক্ষার নিশ্চয়তা দিয়েছিল। অবশেষে তিনি যখন মদিনায় হিজরত করলেন, তখন আল্লাহর নবী ﷺ তাঁকে বললেন;

  قومك يَا نعيم! كانوا خيرًا لك من قومي...إن قومي أخرجوني، وأقرك قومك...

  নুয়াইম! আমার কওম থেকে তোমার কওম উত্তম।...আমার কওম তো আমাকে বের করে দিয়েছে আর তোমার কওম তোমাকে সম্মানিত করেছে। (Ibn ʻAbd al-Barr1992, 4:1508)

এটি প্রমাণ করে যে, একজন মুসলিম যদি তার বা তার পরিবারের বিরুদ্ধে নিপীড়ন বা বৈষম্যের ভয় ছাড়াই নিজের বিশ্বাস অনুশীলন করার স্বাধীনতা উপভোগ করে, তবে সে তার এলাকায় থাকতে পারে।

- ফুদাইক নামক অন্য এক সাহাবী আল্লাহর নবী ﷺ কে বলেছিলেন: "অনেক লোক অভিযোগ করে যে, যে হিজরত করবে না, সে ধ্বংস হয়ে যাবে"। আল্লাহর নবী ﷺ এ কথা শুনে বললেন,

  يا فُدَيْكُ أقِمِ الصَّلاةَ وآتِ الزَّكاةَ واهجُرِ السُّوءَ واسكُنْ مِن أرضِ قومِكَ حيثُ شِئْتَ

  হে ফুদাইক! নামায কায়েম কর, যাকাত দাও, মন্দ কাজ থেকে বিরত থাক এবং তোমার লোকদের সাথে যেখানে খুশি থাকো। (al-Ṭabarānī ND, 2298)

- অন্য একটি বর্ণনায় একজন বেদুইন আল্লাহর নবী ﷺ এর কাছে এসে তাঁকে হিজরত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি ﷺ বললেন: "হায়! তোমার দেশত্যাগ খুবই কঠিন। তোমার কি উট আছে? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি ﷺ বললেন, তুমি কি এসবের যাকাত দাও? সে বলল, হ্যাঁ দিই। তিনি তখন বললেন,

  فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا

  তাহলে সমুদ্রের ওপারে বসবাস করলেও ভালো কাজ করো। কারণ, আল্লাহ কখনোই তোমার কোনো ভালো কাজকে প্রতিদানহীন রাখবেন না (al-Bukhārī 2015,1452)।

উপরিউক্ত প্রমাণসমূহ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, অমুসলিম দেশগুলোতে বসবাসকারী মুসলমানদের পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো সাধারণ রায় হতে পারে না। রায় নির্ভর করে ব্যক্তির অবস্থা ও প্রেক্ষাপটের ওপর। এটাও স্পষ্ট যে, মুসলমানদের অমুসলিম দেশে বসতি স্থাপনে নিষেধজ্ঞার ব্যাপারে ফকীহদের ঐকমত্য নেই। তাই হিজরতের বিধান পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপটের উপর নির্ভরশীল।

অমুসলিম রাষ্ট্রে মুসলিম কর্তৃক জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণের সম্ভাব্য কারণসমূহ

একজন মুসলিম অমুসলিম রাষ্ট্রে জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণ করতে কিছু বিষয় বিবেচনায় রাখেন। একে প্রধানত দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা:

এক. স্বেচ্ছামূলক কারণ

স্বেচ্ছামূলক কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

১. অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রে জীবনযাত্রার নিম্নমান। ফলে বস্তুগত বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে উন্নত মানের জীবনযাত্রা অন্বেষণের উদ্দেশ্যে মুসলিমগণ অমুসলিম রাষ্ট্রে জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণ করে থাকে।

২. মুসলিম রাষ্ট্রে শাসক ও জনসাধারণের মধ্যকার আস্থাহীনতায় মুসলিম সমাজ আত্মসম্মান ও স্বাতন্ত্র্যরক্ষার সংকটে ভোগে। তাই পশ্চিমা বিশ্বের মান-মর্যাদায় অভিভূত হয়ে তাদের জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণে আগ্রহী হয়ে উঠে।

৩. পশ্চিমা সংস্কৃতিতে প্রভাবিত হওয়া ও তাদের বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন প্রভৃতি থেকে উপকৃত হওয়ার মানসে জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণ করতে পারে।

৪. দীর্ঘদিন পশ্চিমা রাষ্ট্রে বসবাস করার ফলে তাদের জীবনযাত্রা, রীতিনীতিতে অভ্যস্থ হয়ে উঠা ও তাদের সাথে সম্প্রীতি তৈরি হওয়ায় মুসলিমের মূল সমাজের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে কষ্টসাধ্য হয়ে উঠতে পারে। তাই অমুসলিম রাষ্ট্রে আবেদনের মাধ্যমে জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণ করতে আগ্রহী হয় (Shalabī 1995, 4:347-49; ʻAbd al-Laṭīf 2009, 209-10)।

৫. এছাড়াও আরো কিছু কারণ রয়েছে, যেমন বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা, সবার জন্য উন্মুক্ত শিক্ষার নিশ্চিতকরণ, স্থিতিশীলতা, নিরাপত্তা, স্বাধীনতা, প্রথম শ্রেণীর অনেক চাকরির সুযোগ ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাসহ আরো অনেক ইতিবাচক দিক রয়েছে, যা অর্জন করতে অমুসলিম রাষ্ট্রে মুসলিম ব্যক্তি জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণ করে (Ibn ʻĀmir 1425H, 149)।

উপর্যুক্ত কারণে উচ্চাভিলাষী মুসলিম সন্তানেরা পাশ্চাত্যে স্থানান্তরিত হওয়ার বাসনা লালন করে সেখানে জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণ করে। বিশেষত বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী ও ডাক্তরগণ স্বদেশের তুলনায় পাশ্চাত্যে প্রথম শ্রেণীর চাকরির সুযোগ পান। বরং তাদের অনেকেই কর্মরত প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার বিদেশী প্রতিদ্বন্দ্বীদের ছাড়িয়ে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হন (al-ʻUthmānī 2003, 317)।

এসব অর্জনের জন্য সেসব রাষ্ট্রে জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। কারণ, রাষ্ট্রের নাগরিক হলেই কেবল সেসব সুবিধা ভোগ করা সম্ভব হবে। এছাড়াও অগ্রগতি, উন্নয়ন এবং আকর্ষণীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পশ্চিমারা যা প্রচার করে, সাধারণভাবে তৃতীয় বিশ্ব এবং বিশেষ করে ইসলামী বিশ্ব বিমুগ্ধতায় তাদের প্রতি মনোযোগী হয়ে ওঠে।

দুই. বাধ্যতামূলক কারণ

যখন সাধারণ জীবনযাত্রা ব্যাহত হয় অথবা স্বগোত্রীয়দের পক্ষ থেকে জুলুম, ত্রাস, গুমাতংক ও প্রাণ নাশের হুমকি-ধমকি আসে, কিন্তু তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কোনো উপায়ন্তর না থাকে এবং কোনো নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান পাওয়া না যায়, তখন অমুসলিম রাষ্ট্রে নাগরিকত্ব গ্রহণ করা ছাড়া ব্যক্তির কোনো গতি থাকে না।

এখান থেকেই নাগরিকত্ব গ্রহণের বাধ্যতামূলক কারণসমূহের আলোচনা আসে। নিম্নে অমুসলিম রাষ্ট্রে মুসলিম নাগরিকত্ব গ্রহণের সম্ভাব্য বাধ্যতামূলক কারণসমূহ উল্লেখ করা হলো :

১. তৃতীয় বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্র যেমন: মিসর, সিরিয়া, পাকিস্তান, লিবিয়া, ইরাক- ইত্যাদি দেশে রাজনৈতিক ও সামাজিক যে অস্থিতিশীলতা বিরাজ করছে, তার ফলে শাসকশ্রেণি ও জনতার মাঝে সংঘাত-সংঘর্ষ লেগেই থাকে। বিশেষত ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী দলের মাঝে যে সংঘাত লেগে থাকে, তা থেকে বাঁচতে মুসলিম ব্যক্তি অমুসলিম রাষ্ট্রের আশ্রয় নিয়ে জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণ করে থাকেন। এটাকে রাজনৈতিক আশ্রয়ও বলা হয়ে থাকে। এতে একদিকে সে প্রাণে রক্ষা পায়, অপর দিকে স্বাধীন মতপ্রকাশের সুযোগ পায়।

২. মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রে সর্ববিধ্বংসী যুদ্ধের কারণে অনেক মুসলিম জনগোষ্ঠি হতাহত হচ্ছে। তাই জীবন বাঁচানোর তাগিদে অনেক মুসলিম নাগরিক উন্নত অমুসলিম রাষ্ট্রে স্থানান্তরিত হন।

৩. কখনো দেখা যায় যে, পরাশক্তি রাষ্ট্রগুলো দুর্বল রাষ্ট্র বা অঞ্চলে আগ্রাসন চালিয়ে তা দখল করে নেয় এবং তাতে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। তখন বাধ্য হয়ে বিজিত রাষ্ট্রের মুসলিম নাগরিকগণ দখলদার রাষ্ট্রের জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণ করে থাকেন।

৪. অনেক প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী স্বদেশে প্রত্যাখ্যাত হয়ে অগত্যা পশ্চিমা রাষ্ট্রে প্রত্যাগমন করেন। বিনিময়ে তারা এসব রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন এবং এসব রাষ্ট্র তাদের মাধ্যমে নিজেদের অগ্রগতি সাধন করে।

৫. তৃতীয় বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রে সমাজের সকল শ্রেণি ও দলের মাঝে প্রায় সব ক্ষেত্রেই দারিদ্র্যের ছড়াছড়ি, রন্ধ্রে রন্ধ্রে বেকারত্বের আগ্রাসন ও পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের অভাবে বৈধ কিংবা অবৈধ পন্থায় মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকগণ উন্নত বিশ্বে স্থানান্তরিত হচ্ছে। অতঃপর যখনই নাগরিকত্ব গ্রহণের সুযোগ আসে, তা তারা লুফে নিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। এমন কি শিক্ষিত শ্রেণিও এসব করতে দ্বিধাবোধ করছে না।

৬. উপনিবেশ ও কলোনি রাষ্ট্রের মুসলিম অধিবাসীদের উপর ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র স্বেচ্ছাচারিতা প্রদর্শন করে ও অত্যাচারের স্টিম রোলার চালায়। অপরদিকে যারা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের আজ্ঞাবহ হয়ে কাজ করে, তাদের জন্য পর্যাপ্ত সহযোগিতা ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করে। তাই কলোনি রাষ্ট্রের মুসলিম নাগরিকগণ সহযোগিতা ও রক্ষণাবেক্ষণের মানসে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণে বাধ্য হয়। এটা পশ্চিম আরব রাষ্ট্রসমূহে বেশি হয়েছে। তারা অত্যাচার ও স্বেচ্ছাচারিতা থেকে বাঁচতে ইতালি ও ফ্রান্সের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছিলো। (‘Abd al-Laṭīf 2009, 210)

এছাড়াও অনেক মুসলিম রাষ্ট্রের মুসলিম নাগরিকগণ নানাবিধ জুলুম-নির্যাতনের শিকার হন, যা অমুসলিম রাষ্ট্রে তাদের নাগরিকত্ব গ্রহণের মূল কারণ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। (al-‘Uthmānī 2003, 317)। আধুনিক সময়ের সকল আলেম এব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, প্রয়োজনে বাধ্যতামূলক কারণে অমুসলিম রাষ্ট্রে মুসলিম ব্যক্তির জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণ করা বৈধ ও জায়েয। প্রয়োজনের খাতিরে এর বৈধতার ব্যাপারে কেউ দ্বিমত পোষণ করেননি (Ibn ‘Āmir 1425H, 278, al-‘Uthmānī 2003, 317)।

বাধ্যতামূলক নাগরিকত্ব গ্রহণের একটি উদাহরণ হলো, যদি মুসলিম রাষ্ট্রে কোনো মুসলিম নিপীড়নের শিকার হন এবং তাকে অন্যায়ভাবে জেলে দেওয়া হয়, কিংবা তাকে হত্যার হুমকি-ধমকি দেওয়া হয় বা অবৈধভাবে তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়, অথচ অমুসলিম রাষ্ট্র ছাড়া তার কোনো নিরাপদ আশ্রয় নেই, তবে তার জন্য অমুসলিম রাষ্ট্রে জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণ নির্দ্বিধায় বৈধ। তবে শর্ত হলো, তাকে অবশ্যই ইসলামী বিধি-নিষেধ পালন করতে হবে এবং পাপ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হবে। আর জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণের জন্য এমন অমুসলিম রাষ্ট্র নির্বাচন করতে হবে, যেখানে স্বাধীনভাবে ইসলামী বিধিবিধান আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করতে পারে (al-‘Uthmānī 2003, 317)।

অমুসলিম রাষ্ট্রে নাগরিকত্ব গ্রহণের বিধান

বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রতিনিয়ত মুসলিম জনগোষ্ঠী ব্যক্তি, সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র সহ জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই নবউদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। যুগের পরিক্রমা, পরিবেশ-পরিস্থিতি ভেদে ইসলামী বহু বিধান ব্যক্তি বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। এ কারণে দেখা যায়, একজন মুসলিম অমুসলিম রাষ্ট্রে নাগরিকত্ব গ্রহণ করলে তা বৈধ হবে কিনা- সে ব্যাপারে ফকীহদের মাঝে মতবিরোধ দেখা যায়। মতামত বিশ্লেষণপূর্বক দেখা যায় যে, এ প্রসঙ্গে সাধারণত তিনটি মত রয়েছে। নিম্নে ধারাবাহিকভাবে তা উল্লেখ করা হলো:

এক. প্রথম মত

ফকীহদের একদলের মতে, শরীয়াহ অনুমোদিত প্রয়োজন ছাড়া কোনো মুসলিম অমুসলিম রাষ্ট্রে নাগরিকত্ব গ্রহণ করলে মুরতাদ হয়ে যাবে। তার মৃত্যুর পর জানাজা পড়া যাবে না। মুসলিমদের কবরে দাফন করা যাবে না। অমুসলিম রাষ্ট্রে জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণকারী ব্যক্তি যদি জীবদ্দশায় দাবি করে যে, সে মুসলিম এবং আল্লাহর একত্ববাদ ও রিসালাতের স্বাক্ষ্য দেয়, তারপরও সে মুরতাদ।

যারা উপর্যুক্ত মতামত পোষণ করেন, তাদের মাঝে অন্যতম হলেন, শায়খ আব্দুল হামিদ বিন বাদিস, শায়খ রশিদ রেজা, শায়খ ইউসুফ আদ্দাজভী, শায়খ মুহাম্মদ শাকির, শায়খ আব্দুল আজিম আল যারকানী, শায়খ আলি মাহফুজ এবং শায়খ তৈয়ব আল উকবী প্রমুখ (Ibn Bādīs 1997, 3:309, Ibn ‘Āmir 1425H, 278)। যেমন শায়খ আব্দুল হামিদ বিন বাদিস বলেন,

التجنس بجنسية غير إسلامية رفض أحكام الشريعة ومن رفض حكما واحدا من أحكام الإسلام عد مرتدا عن الإسلام بالإجماع. فالمتجنس مرتد بالإجماع

অমুসলিম রাষ্ট্রের জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণ শরীয়াহর বিধি-বিধান প্রত্যাখ্যানের নামান্তর। আর যে ব্যক্তি ইসলামের একটি মাত্র বিধানকেও প্রত্যাখ্যান করবে, সে ঐকমত্যে মুরতাদ হিসেবে বিবেচ্য হবে। অতএব, যে ব্যক্তি অমুসলিম রাষ্ট্রে জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণ করবে, সে সকল ফকীহের ঐকমত্যে মুরতাদ হিসেবে বিবেচ্য হবে (Ibn Bādīs 1997, 3:309)।

এ ক্ষেত্রে তাঁরা বর্ণনামূলক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দলীল উপস্থাপন করেন। যেমন:

ক. বর্ণনামূলক দলীল

আল্লাহর বাণী:

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾

যারা নিজেদের আত্মার উপর যুলম করেছিল এমন লোকেদের প্রাণ হরণের সময় ফেরেশতারা তাদেরকে জিজ্ঞেস করে- 'তোমরা কোন কাজে মগ্ন ছিলে'? তারা বলে, 'দুনিয়ায় আমরা দুর্বল ক্ষমতাহীন ছিলাম', ফেরেশতারা বলে, 'আল্লাহর যমীন কি প্রশস্ত ছিল না যাতে তোমরা হিজরত করতে'? সুতরাং তাদের আবাসস্থল হবে জাহান্নাম এবং তা কতই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থান!(al-Qur'ān, 4:97)

উক্ত আয়াত এই ঘোষণা দেয় যে, ইসলামের প্রতি শত্রুতা ও বৈরিতা কিংবা বৈষম্য প্রদর্শন করা হয় না– এমন রাষ্ট্রের দিকে হিজরত করতে হবে। আল্লামা বায়যাভী রহ. উপর্যুক্ত আয়াতের তাফসীরে এমনটাই মন্তব্য করেছেন। (al-Bayḍāwī, 1998, 92)

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ ...﴾

তুমি কি তাদেরকে দেখনি যারা সেই সম্প্রদায়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে যেই সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহ রাগান্বিত? তারা না তোমাদের লোক, আর না তাদের লোক...(al-Qur'ān, 58: 14)

মহান আল্লাহ অপর জায়গায় বলেন,

﴿تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾

তাদের অনেককে আপনি কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন। তারা যা নিজেদের জন্য পেশ করেছে, তা এতই নিকৃষ্ট যে, এর কারণে আল্লাহ তাদের উপর রাগান্বিত হয়েছেন এবং তারা আযাবেই স্থায়ী হবে। আর যদি তারা আল্লাহ ও নবীর প্রতি এবং যা তার নিকট নাযিল করা হয়েছে- তার প্রতি ঈমান রাখত, তবে তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করত না। আসলে তাদের অনেকেই ফাসিক। (al-Qur'ān,5: 80-81)।

উপর্যুক্ত আয়াতে শর্তযুক্ত অব্যয় لَوْ ব্যবহারের মাধ্যমে বোঝা যায় যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করা যাবে না। ঈমান ও কাফিরদের বন্ধুত্ব একই সময় হৃদয়ে একীভূত হতে পারে না। যেহেতু অমুসলিম ও কাফিরদের জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করার নামান্তর, সেহেতু এটা ঈমান বিধ্বংসী হিসেবে গণ্য হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ

যে ব্যক্তি কোন মুশরিকের সাথে সম্পর্ক রাখে এবং তার সাথে বসবাস করে, সে তারই মত হবে (Abū Dāwūd 2015, 2787)।

উক্ত হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, ব্যক্তি যদি কাফির রাষ্ট্রে অবস্থান করে কাফিরদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে, সে ব্যক্তি মুরতাদ হিসেবে বিবেচ্য হবে। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে মুশরিকদের মতই বলেছেন। যেখানে কাফির ও অমুসলিম রাষ্ট্রে অবস্থান করে সুসম্পর্ক স্থাপন করায় মুরতাদ ও ধর্মত্যাগী সাব্যস্ত হচ্ছে, সেখানে কাফির ও অমুসলিম রাষ্ট্রে জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণ করে অবস্থান করার প্রশ্নই আসে না। কারণ, তাতে শুধু সুসম্পর্ক বজায় রাখলে হয় না, বরং কাফির ও অমুসলিম রাষ্ট্র সুরক্ষায় মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আবশ্যকতাও দেখা দেয়। তাই অমুসলিম রাষ্ট্রে জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণ মুরতাদ ও ইসলাম ধর্মত্যাগের নামান্তর। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রা. বলেন,

من بنى ببلاد الأعاجم، و صنع نيروزهم، ومهرجانهم، وتشبههم حتى يموت، و هو كذلك حشر معهم يوم القيامة

যে ব্যক্তি অনারবদের (অমুসলিম ও কাফির) রাষ্ট্রকে আবাস্থল বানায়, তাদের নিয়ে নাইরোজ-[নববর্ষ] ও মেহেরজান পালন করে এবং তাদের সদৃশ হয়ে যায়, অবশেষে সে অবস্থায় তার মৃত্যু হয়, কেয়ামত দিবসে তাদের সাথেই তার হাশর হবে (al-Bayhaqī 2003, 18863)।

শায়খ ইবনু সাবীল রহ. এর মতে, অমুসলিম রাষ্ট্রের জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণকারী যদি উক্ত রাষ্ট্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অমুসলিমদের ভালোবাসে, তাদের মাঝে আবাসন তৈরি করা পছন্দ করে এবং মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে যে, তাদের সাথে সম্পৃক্ততা মুসলিমগণের চেয়ে মর্যাদাপূর্ণ এবং বিবাহ, তালাক ও উত্তরাধিকার প্রভৃতি বিধানে ইসলামী বিধান ছাড়া তাদের বিধানেই সন্তোষ প্রকাশ করে, তাহলে তারা সন্দেহাতীতভাবে মুরতাদ হিসেবে গণ্য হবে (Ibn Sabīl 2007, 90)।

খ. বুদ্ধিবৃত্তিক দলীল

যুক্তির আলোকেও প্রমাণিত হয় যে, অপ্রয়োজনে অমুসলিম রাষ্ট্রে কোনো মুসলিম জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণ করলে মুরতাদ হয়ে যাবে। নিম্নে যেসব যুক্তির আলোকে উক্ত ফকীহগণ নিজেদের চিন্তা প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছেন, তা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো :

- মুসলিম কর্তৃক অমুসলিম রাষ্ট্রের জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণ অমুসলিম কাফিরদের সাথে বন্ধুত্বের অন্যতম মাধ্যম এবং তাদের কুফরি ও ভ্রান্ত অবস্থার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করার নামান্তর। কাফেরদের বন্ধু বানানো এবং কুফরির ক্ষেত্রে তাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ কুফরি ভিন্ন কিছু হতে পারে না।
- যখন কোনো মুসলিম অমুসলিম রাষ্ট্রের জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণ করে, তখন নাগরিকত্ব প্রদানকারী রাষ্ট্রের প্রতি তার বন্ধুত্ব ও হৃদ্যতা তৈরি হয়। পাশাপাশি সে উক্ত রাষ্ট্রের একজন নাগরিক ও সদস্য হিসেবে বিবেচিত হয়। তাই সে রাষ্ট্রের ইসলামী শরীয়াহ বিরোধী সংবিধানের ক্ষেত্রে তার পূর্ণ সমর্থন থাকে। অতএব, স্বেচ্ছায় অমুসলিম রাষ্ট্রে জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণকে ইসলাম ত্যাগের অন্যতম একটি রূপ হিসেবে গণ্য করা হবে (al-'Uthmānī 2003, 317)।

বস্তুত যারা অমুসলিম রাষ্ট্রে জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণ করাকে 'ইসলাম ত্যাগ' বা 'মুরতাদ' হওয়ার সমার্থক মনে করছেন, তাঁরা মূলত ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাপ্তিলগ্ন ও বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে মুসলিম রাষ্ট্রে বিশেষত তিউনিসিয়ায় অমুসলিম ঔপনিবেশ পরাশক্তি ফ্রান্সের কার্যক্রম স্বচক্ষে প্রদর্শন করেছিলেন। তিউনিসিয়ার নাগরিকরা ফ্রান্সের মতো অমুসলিম ও কট্টর মুসলিম বিদ্বেষী রাষ্ট্রের জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণ করতো। তৎকালীন আলিম ও ফকীহগণ ফ্রান্সের জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণকারী মুসলিমদের ব্যাপারে এই ফতোয়া দিয়েছিলেন। কারণ তাঁরা তৎকালীন অমুসলিম রাষ্ট্রের জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণের অর্থ কী হতে পারে, তা অনুধাবন করেছিলেন এবং এর পরিণাম কতো ভয়াবহ ছিলো, তাও তারা উপব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁরা মনে করতেন, অমুসলিম রাষ্ট্র মুসলিম নাগরিকদের জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব প্রদান করে নিজেদের ফাঁদে ফেলছিলো। তাই মুসলিম ফকীহগণ এমন সিদ্ধান্ত প্রদানে বাধ্য হয়েছিলেন।

দুই. দ্বিতীয় মত

অমুসলিম রাষ্ট্রে মুসলিম কর্তৃক জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে মূল বিধান হলো হারাম। তবে ইসলাম প্রচার-প্রসারে, ইসলামের দিকে দাওয়াত ও ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতিরক্ষার জন্য কোনো মুসলিম যদি শরীয়াহ পালন করতে সক্ষম হয়, তার জন্য অমুসলিম রাষ্ট্রে নাগরিকত্ব গ্রহণ বৈধ হবে। আধুনিক আলিমগণের একটি দল এই মত ব্যক্ত করেছেন (Ibid)। এদের মাঝে অন্যতম হলেন শায়খ মুহাম্মদ আল সাবীল, আল্লামা তাকী উসমানী প্রমুখ।

তিনি বলেন, অমুসলিম রাষ্ট্রের জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণের বিধান স্থান, কাল, পাত্র, উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি অনুযায়ী ভিন্ন হতে পারে। যদি কোনো মুসলিম তা করতে বাধ্য হন, হতে পারে তিনি স্বীয় রাষ্ট্রে নির্যাতিত হচ্ছেন, অথবা কোনো কারণ ছাড়া তার সম্পদ কুক্ষিগত করা হচ্ছে এবং সেই সাথে অমুসলিম রাষ্ট্রের জাতীয়তা গ্রহণ ছাড়া তার কোনো নিরাপদ আশ্রয়ও নেই- এমতাবস্থায় নিঃশর্তভাবে তার জন্য এ ধরনের জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণ করা বৈধ হবে। তবে শর্ত হলো তাকে নিজের

কর্মজীবনে ধর্ম সংরক্ষণের সংকল্প করতে হবে ও সেখানে প্রচলিত অবৈধ কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকতে হবে। তিনি আরো বলেন, যদি অমুসলিম রাষ্ট্রে নাগরিকত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্য হয় তা দ্বারা নিজেকে সম্মানিত ও গর্বিত বোধ করা, কিংবা কর্মজীবনে অমুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকদের মত হওয়া, তাহলে তা নিরঙ্কুশ হারাম ও নিষিদ্ধ (al-'Uthmānī 2013, 1:316-17)।

ইতঃপূর্বে হারাম হওয়ার যেসব দলীল বর্ণনা করা হয়েছে তা থেকে স্পষ্ট যে, যেসব মুসলিম কাফির ও অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করে নিজেদের ধর্মের ব্যাপারে নিরাপদ নয়, তাদের জন্যই মূলত রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। ব্যাপকভাবে যারাই কাফির ও অমুসলিম রাষ্ট্রে অবস্থান করে, সকলেই নিষেধাজ্ঞাসূচক হাদীসের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ এর বিপরীত কিছু বর্ণনা পাওয়া গিয়েছে, -যা পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি- যার মাধ্যমে অবস্থাভেদে অমুসলিম রাষ্ট্রে অবস্থানের অনুমোদন সাব্যস্ত হয়। তাই দুই ধরণের বর্ণনার মাঝে সামঞ্জস্য সাধনকল্পে বলা যায়, হাদীসগুলো নিছক সাধারণ ব্যাপকার্থবোধক (عام) নয়, বরং এমন ব্যাপকার্থবোধক, যা থেকে কিছু বিষয় নির্দিষ্ট করা হয়েছে।[৩] তাঁরা যুক্তি প্রদান করে আরো বলে থাকেন,

- অমুসলিম রাষ্ট্রে নাগরিকত্ব গ্রহণে ইসলাম ও মুসলিমদের বৃহৎ স্বার্থ নিহিত রয়েছে। কারণ, যে ব্যক্তি অমুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে, তার জন্যও সে দেশের সকল নাগরিকের অধিকারগুলো সাব্যস্ত হয়। স্বাধীন ধর্মপালন যার অন্যতম। সুতরাং সে স্বাধীনভাবে ধর্মপালনের অধিকার পেলে ইসলামের রীতিনীতি প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হবে। পাশাপাশি তার জন্য ইসলাম প্রতিষ্ঠা সহজ হবে। যার ধারাবাহিকতায় ইসলামী মারকায প্রতিষ্ঠা, মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ প্রভৃতি ইসলামী কার্যক্রম সম্পাদন করতে সক্ষম হবে। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, অমুসলিম রাষ্ট্রে নাগরিকত্ব গ্রহণ ইসলাম প্রচার, দাওয়াহ্ ইলাল্লাহ্ ও আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়া ও আহবান করার অন্যতম একটি মাধ্যম- যা সমস্ত মুসলমানের জন্য ফরজে কিফায়াহ্। যারা তা করতে সক্ষম, তাদের জন্য আবশ্যক। যারা তা সম্পাদনে অক্ষম, তাদের জন্য সেটা প্রযোজ্য নয়।
- যেসব মুসলিম অমুসলিম রাষ্ট্রে অবস্থান করে, তারা অন্যান্য মুসলিমের তুলনায় অমুসলিম ও কাফিরদের মাঝে ইসলামকে পরিচয় করিয়ে দিতে ও ইসলামকে পৌঁছে দিতে বেশি সক্ষম। কারণ, তারা সে রাষ্ট্রের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থা জানে। যারা সামর্থ্যবান, তাদের জন্য ইসলাম প্রচার-প্রসার আবশ্যক। সুতরাং সেসব রাষ্ট্রের জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণ ইসলাম প্রচারের অন্যতম একটি মাধ্যম। কারণ, যদি কেউ জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণ করে, এসব রাষ্ট্রের অধিকাংশ নিয়ম-কানুন তার ধর্মীয় স্বাধীনতাসহ অপরাপর মৌলিক অধিকার সমূহ সুনিশ্চিত করে। অথচ নাগরিক না হলে তার কোনো অধিকার

৩. একে উসূলের ভাষায় বলা হয় : عام خص منه البعض

থাকে না। ফলে ইসলামের প্রচার ও প্রসার বাধাগ্রস্ত তো হবেই, এমন কি স্বাধীন ধর্মপালনের অধিকার থেকেও সে বঞ্চিত হয় (al-Qarḍāwī 2001, 33)।

আলোচনার এ পর্যায়ে এ কথা স্পষ্ট যে, প্রথম মতামত প্রদানকারী আলেমগণ অমুসলিম দেশে নাগরিকত্ব গ্রহণের বিষয়ের ব্যাপারে কঠোরভাবে নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করলেও দ্বিতীয় মতাবলম্বীগণ বিষয়টিকে পরিস্থিতির আলোকে আরো সূক্ষ্মভাবে বিবেচনায় নিয়েছেন।

তিন. তৃতীয় মত

ইসলামের রীতিনীতিগুলো পালন করতে সক্ষম হলে অপ্রয়োজনে স্বেচ্ছায় অমুসলিম রাষ্ট্রে মুসলিম কর্তৃক জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণ বৈধ। বর্তমান যুগের কিছু সংখ্যক আলেম এই চিন্তা লালন করেন। যাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন আব্দুল্লাহ বিন বাইয়াহ, ড. ইউসুফ আল-কারজাভী ও ড. ওয়াহবাহ যুহাইলী সহ অন্যরা। ড. ইউসুফ আল কারজাভী রহ. বলেন, অমুসলিম রাষ্ট্রে অথবা ফকীহগণের ভাষায় দারুল কুফরে মুসলিমের বসবাসের ক্ষেত্রে কোনো প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই। অনেক আলিমের মতো যদি আমরা তাতে নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করি, তবে তা হবে বিশ্বে ইসলাম প্রচার-প্রসার ও ইসলামী দাওয়াহ কার্যক্রমের দ্বার চিরতরে রুদ্ধ করে দেওয়ার নামান্তর। আর বাস্তবতা যদি এরকমই হতো তাহলে প্রাচীন কাল থেকে ইসলাম আরব উপদ্বীপে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকতো এবং এর গণ্ডি থেকে কখনো বের হতে পারত না। আমরা যদি ইতিহাস অধ্যয়ন করি এবং তা গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করি, তবে দেখতে পাবো যে যেসব রাষ্ট্রকে আরব ও ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে জানি, সে সব রাষ্ট্রে ইসলাম প্রচারে ভূমিকা রেখেছিলেন মুসলিম ব্যবসায়ী, সূফি কিংবা তাদের মতো কেউ। তাঁরা নিজেদের রাষ্ট্র থেকে এশিয়া ও আফ্রিকার সে সব রাষ্ট্রে হিজরত করে সাধারণ মানুষের সাথে মিলে মিশে ছিলেন এবং তাদের সাথে বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ফলে তাদের উত্তম চরিত্র ও ইখলাসের কারণে সবার প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন এবং যে ধর্ম তাদের মাঝে উত্তম চরিত্রের অঙ্কুরায়ন করে, সে ধর্মকেও তারা পছন্দ করে তাতে দলে দলে ও একাকী প্রবেশ করা শুরু করে (al-Qarḍāwī 2001, 33)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

البلاد بلاد الله والعباد عباد الله فحيثما أصبت خيرا فأقم

সবদেশই আল্লাহর দেশ। সব বান্দাই আল্লাহর বান্দা। সুতরাং যেখানেই তোমার কল্যাণ মনে হয়, সেখানে অবস্থান করো[৪] (Ibn Ḥanbal 1995, 1420)

হাদীসটি উল্লেখ করে আল্লামা ইবনু কাসীর রহ. বলেন,

ولهذا لما ضاق على المستضعفين بمكة مقامهم بها، خرجوا مهاجرين إلى أرض الحبشة، ليأمنوا، على دينهم هناك، فوجدوا هناك خير المنزلين، أصحمة النجاشي ملك الحبشة، رحمه الله، آواهم وأيدهم بنصره...

৪. হাদীসটির সনদে দুর্বলতা রয়েছে।

মক্কার দুর্বল মুসলিমগণের যখন মক্কায় অবস্থান করা দুঃসাধ্য হয়ে গেলো, তারা হাবশার দিকে হিজরত করে মক্কা থেকে স্থানান্তরিত হয়ে গেলেন। যাতে তারা সেখানে নিরাপদে ধর্ম পালন করতে পারেন। অতঃপর তারা সেখানে উত্তম জায়গা পেলেন, যেখানে আসহামা নাজাশী হাবশার রাজা হিসেবে ছিলেন। আল্লাহ তাকে দয়া করুন। তিনি তাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং সাহায্য করেছিলেন ... (Ibn Kathīr 2000, 1441)।

উক্ত হাদীসের মাধ্যমে বোঝা যায়, একজন মুসলিমের জন্য অমুসলিম রাষ্ট্রে অবস্থান বৈধ হবে। যদি অমুসলিম রাষ্ট্রে অবস্থান করা বৈধ হয়, তাহলে অমুসলিম রাষ্ট্রে জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণও বৈধ হবে। কারণ, জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণ মূলত অধিকার সংরক্ষণ ও সুযোগ-সুবিধা থেকে উপকৃত হওয়ার জন্যই হয়ে থাকে।

আল্লাহর রাসূল ﷺ মক্কার কিছু জনগোষ্ঠীকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পরও মক্কায় অবস্থানের অনুমতি দিয়েছিলেন। ইমাম শাফেয়ী রহ. বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন,

لأن رسول الله - ﷺ – أذن لقوم بمكة أن يقيموا بها بعد إسلامهم منهم العباس بن عبد المطلب وغيره إذ لم يخافوا الفتنة و كان يأمر جيوشه أن يقولوا لمن أسلم إن هاجرتم فلكم ما للمهاجرين، وإن أقمتم فأنتم كأعراب ...

ফিতনার আশঙ্কা না থাকায় রাসূলুল্লাহ ﷺ আব্বাস ইবনু আব্দিল মুত্তালিবসহ একদল মানুষকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পরেও মক্কায় অবস্থানের অনুমতি দিয়েছেন এবং তিনি তাঁর সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিতেন, নওমুসলিমদের যেন তাঁরা বলে দেন, 'যদি তোমরা হিজরত করো, তবে তোমাদের জন্য তাই প্রযোজ্য, যা মুহাজিরগণের জন্য প্রযোজ্য। যদি তোমরা নিজেদের রাষ্ট্রে অবস্থান করো, তাহলে তোমরা অন্য আরবদের মতই... (al-Shāfi'ī 1410H, 4:169-70)।

উপরিউক্ত বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, মক্কা বিজয়ের পূর্বে মক্কায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী কিছু সাহাবী, যারা ধর্মের ব্যাপারে আশঙ্কামুক্ত ছিলেন, তাঁরা মক্কায় অবস্থান করতে পারবেন মর্মে রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্মতিজ্ঞাপন করেছেন, অথচ তৎকালীন মক্কা ছিলো কাফির রাষ্ট্র। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বৈধ ব্যাপারেই সম্মতিজ্ঞাপন করেন। যেহেতু জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণ স্থায়ীভাবে অবস্থানের একটি মাধ্যম, তাই যাদের জন্য অবস্থান করা বৈধ, তাদের জন্য জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণও বৈধ। এছাড়া যুক্তি ও বাস্তবাতার আলোকে দেখা যায়, অমুসলিম রাষ্ট্রে পরিবেশ-পরিস্থিতির পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং ইসলাম ধর্ম পালন, প্রচার-প্রসার ও ইসলামী দাওয়াহ্ ক্ষেত্রে বাধা ও প্রতিবন্ধকতা অনেকাংশে কমেছে। অনৈসলামিক পরিবেশে দখলদারিত্বের সময় মুসলিমদের কাফিরদের সাথে যেভাবে একাত্ম হতে হতো, তার প্রয়োজনও এখন নেই। মূলত এই আশঙ্কা থেকেই তৎকালীন আলিমগণ জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণ হারাম বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন। কিন্তু যখন পরিবেশ-পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের পাশাপাশি মুসলিমদের কাফিরদের সভ্যতা-সংস্কৃতির দিকে ঝুঁকে পড়ার শঙ্কাও বিলুপ্ত হলো, তখন সময়, স্থান ও অবস্থা পরিবর্তনের মাধ্যমে

ফতোয়া পরিবর্তন হতে পারে। বর্তমানে পরিস্থিতি পরিবর্তন হয়ে যাওয়ায় অমুসলিম রাষ্ট্রে জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণের ফলে শক্তিশালি মুসলিম কমিউনিটি গড়ে ওঠে, যা সামগ্রিকভাবে উক্ত অমুসলিম দেশে মুসলিমদের শক্তি-সামর্থ্য বৃদ্ধি করে, তাদের স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার নিশ্চিত করে এবং তাদের স্বার্থ রক্ষা করে। এহেন পরিস্থিতিতে অমুসলিম রাষ্ট্রে জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণে কোনো বাধা নেই। কারণ, এতে এমন কল্যাণ রয়েছে, যাতে সমপর্যায়ের কিংবা অধিকতর ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। যেমন, স্বাধীনভাবে ধর্মপালনের অধিকার, নিজের অধিকার আদায় করে নেওয়া, ইসলাম ও মুসলিম জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা-প্রতিরক্ষা ও সে রাষ্ট্রে ইসলামের দিকে অমুসলিমদের দাওয়াত দেওয়া প্রভৃতি। যাতে অকল্যাণ ও ক্ষতিকর বিষয়ের চেয়ে অধিকতর কল্যাণ রয়েছে।

শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ রহ. বলেন, অকল্যাণের পথ রুদ্ধ ও হ্রাস করে কল্যাণ অর্জন ও কল্যাণের পূর্ণতা দানে শরীয়াহর আগমন ঘটেছে। শরীয়াহ দুই কল্যাণের মাঝে সর্বোত্তম কল্যাণকে প্রাধান্য দেয় এবং দুই অকল্যাণের মাঝে সর্বোচ্চ অকল্যাণকে প্রতিহত করে। দুই কল্যাণের মাঝে তুলনামূলক কম কল্যাণকে বাদ দিয়ে অধিকতর কল্যাণ অর্জন করে। তুলনামূলক কম অকল্যাণ ও ক্ষতিকর বিষয়কে বাছাই করে অধিকতর অকল্যাণ ও ক্ষতিকর বিষয়কে প্রতিহত করে (Ibn Taymiyyah 1991, 1:288)।

মতামতসমূহের তুলনামূলক পর্যালোচনা

এটা স্পষ্ট যে, উল্লিখিত তিনটি মতামতের মধ্যে প্রথম মতটি অধিক কঠোর ও নেতিবাচক, দ্বিতীয় মতটি তুলনামূলক ইতিবাচক এবং তৃতীয় মতটি অধিক প্রশস্ত। উপরিউক্ত তিনটি মতই ফকীহগণ পরিবর্তিত সময়কে বিচেনায় নিয়ে কুরআন, হাদীস, সীরাত, ইতিহাস ও শরীয়তের মাকাসিদের আলোকে নিজেদের পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপনে সচেষ্ট হয়েছেন। এ ক্ষেত্রে মতামতগুলোর কিছু বিষয়ের পর্যালোচনা হওয়া দরকার। যেমন:

- অমুসলিম রাষ্ট্রে মুসলিম কর্তৃক জাতীয়তাও নাগরিকত্ব গ্রহণ করা কুফরি ও ইসলাম ত্যাগ– এ মতটি তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া ও মিশরের আলিমগণের একটি ফতোয়া। ১৮৮১ সাল পরবর্তী দখলদার ফ্রান্সের জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণের ব্যাপারে নির্দিষ্ট সময় ও প্রেক্ষাপটে তারা এমন সিদ্ধান্ত প্রদান করেছিলেন। কারণ, সে পরিস্থিতিতে ফ্রান্সের জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণ মানেই ইসলামী শরীয়াহর বিধানকে অস্বীকৃতি জানানো। তদানীন্তন ফ্রান্সের জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণ করা কাফিরদের বন্ধুত্ব, হৃদ্যতা ও ভালোবাসা আবশ্যক করে নেওয়ার নামান্তর ছিলো। মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য করার শর্তে ফ্রান্সের জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণের অনুমোদন আসতো। তবে এটি তৎকালীন নির্দিষ্ট অবস্থা ও প্রেক্ষাপট নির্ভর ছিলো, যা ব্যাপকভাবে সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মনে করা শরীয়াহর মানদণ্ডের পরিপন্থি।

বিশেষত বর্তমান যুগে সকল অমুসলিম রাষ্ট্রের জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণকারীদের জন্য প্রযোজ্য নয়। কারণ, বর্তমানে এমন জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণে কাফিরদের বন্ধুত্ব, হৃদ্যতা ও ভালোবাসা কিংবা তাদের সাহায্য করা বা তাদের পক্ষে গিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এসব কিছুই আবশ্যক নয়। ইসলামী শরীয়াহর বিধি-বিধানকে অস্বীকার না করে কিংবা ইসলামের বিধানের উপর অন্যান্য বিধানকে প্রাধান্য না দিয়ে এমন জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণ করা যায়। তবে বর্তমান যুগে কেউ যদি তৎকালীন ব্যক্তিদের মতো অমুসলিদের সাথে বন্ধুত্ব ও তাদের পক্ষে গিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কিংবা ইসলামের বিধি-বিধানকে অস্বীকার করা বা ইসলামী বিধি-বিধানের বিপরীতে অন্যান্য বিধানকে প্রাধান্য দিতে অমুসলিম রাষ্ট্রে জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণ করে, তাহলে সে নিশ্চিতভাবে কাফির ও ইসলাম ধর্মত্যাগী মুরতাদ হয়ে যাবে।

- মৌলিকভাবে অমুসলিম রাষ্ট্রে জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণ হারাম ও নিষিদ্ধ। কেননা শরীয়তের অধিকাংশ দলীল প্রমাণেই কাফিরদের ভালোবাসা, হৃদ্যতা ও বন্ধুত্বের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে এবং যদি কেউ কাফির রাষ্ট্রে ধর্মকর্ম পালনে অক্ষম হলেও মুসলিম রাষ্ট্রের দিকে হিজরতে সক্ষমতা অর্জন করে, তবে কাফির রাষ্ট্রে অবস্থান করা তার জন্য অবৈধ ও হারাম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অমুসলিম রাষ্ট্রের জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণ কখনো কাফিরদের ভালোবাসা, হৃদ্যতা ও বন্ধুত্বের মাধ্যম হয়ে যায়। কখনো বা তা শরীয়াহ পরিপন্থী সংবিধানের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত ও ফায়সালায় সন্তুষ্ট হওয়ার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। তাই এক্ষেত্রে মৌলিক বিধান হলো অবৈধ, হারাম ও নিষিদ্ধ।
- তবে বর্তমান যুগে যিনি অমুসলিম রাষ্ট্রে ইসলামের মৌলিক বিধিবিধান মেনে চলতে পারেন, তার জন্য সে রাষ্ট্রে জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণ বৈধ। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় মতামত প্রায় কাছাকাছি। উভয়টিতেই এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করা হয়েছে যে, যদি ব্যক্তির অমুসলিম রাষ্ট্রে অবস্থান ইসলাম ও মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য কল্যাণকর ও মঙ্গলজনক হয়, পাশাপাশি সে ধর্মকর্ম পালনে সক্ষম হয় তাহলে সে নাগরিকত্ব গ্রহণ করতে পারবে। তবে উভয়ের মাঝে মৌলিক পার্থক্য হলো: দ্বিতীয় মতাবলম্বীগণ অমুসলিম রাষ্ট্রে জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণ করে স্থায়ীভাবে বসবাস করাকে মৌলিকভাবেই হারাম ও নিষিদ্ধ মনে করেন। পক্ষান্তরে তৃতীয় মতাবলম্বীগণ একে মৌলিকভাবে বৈধ মনে করেন।

আমাদের অভিমত

সময়ের সাথে প্রাসঙ্গিক হওয়া ইসলামের অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য। ইসলাম নিয়ম নির্ধারণে ও ধর্ম পালনে সময়, পরিবেশ, ব্যক্তি ও অন্যান্য বিষয়ের বাস্তবতা বিবেচনা করে। তাই বাস্তবতার পার্থক্যের কারণে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের হুকুম ও বিধান

ভিন্নভিন্নহতে পারে। প্রবন্ধে উল্লিখিত ফকীহদের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ ও সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় কিছু শর্ত দৃষ্টিগোচর হয়, যার ভিত্তিতে অমুসলিম দেশে মুসলিমদের জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে।

অমুসলিম দেশে জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণের শর্ত

- অমুসলিম দেশে মুসলিমদের জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণের অন্যতম শর্ত হলো অমুসলিম দেশে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকা। অমুসলিম দেশে মুসলিমদের জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণ সংক্রান্ত বিধান অনেকটা নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট দেশের নাগরিকদের অবস্থা এবং ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি তাদের মনোভাব ও অবস্থান বিবেচনায়। ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি অমুসলিম দেশের নাগরিকদের মনোভাব ও অবস্থান এবং তাদের অবস্থা বিবেচনায় অমুসলিম দেশগুলোকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায়। এর প্রথমটি হলো: যেখানে ইসলামবিদ্বেষ প্রবল এবং অপরটি হলো: যেখানে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা আছে। সুতরাং যে অমুসলিম দেশে ইসলামবিদ্বেষ প্রবল, জন্মসূত্রে সে দেশের মুসলিম অধিবাসীদের জন্য সে দেশের জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণ জায়িয হবে না। তাদেরকে কোনো মুসলিম দেশের দিকে হিজরত করতে হবে। কিন্তু হিজরত করতে সক্ষম না হলে বা হিজরত করতে গেলে অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, সে দেশের জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণ করে সেখানে অবস্থান করাতে শরীয়তে নিষেধাজ্ঞা নেই। আর মুসলিম দেশের কোনো নাগরিক যদি প্রবল ইসলামবিদ্বেষী অমুসলিম দেশে জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণ করতে চায়, তবে তা জায়িয হওয়ার প্রশ্নই আসে না। পক্ষান্তরে যে অমুসলিম দেশে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা আছে, জন্মসূত্রে সে দেশের মুসলিম অধিবাসী কিংবা অন্য কোনো মুসলিম দেশের মুসলিম নাগরিকের জন্য সে দেশের জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণ জায়িয হবে।
- অমুসলিম দেশে মুসলিমদের জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণের অন্যতম শর্ত হলো ফিতনা ও ধর্মবিমুখতার আশঙ্কা না থাকা। পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা পেয়েও যদি অমুসলিম দেশে মুসলিমদের ধর্মবিমুখতার আশঙ্কা থাকে, কিংবা তাদের পরবর্তী প্রজন্মের ধর্মবিমুখ হওয়ার শঙ্কা থাকে, তবে তাতে মুসলিমদের জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণ করার শরীয়াহ্ অনুমোদন থাকবে না। ফিতনা ও ধর্মবিমুখতার আশঙ্কা না থাকলেই তাতে মুসলিমদের জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণ শরীয়াহ্সম্মত হবে।
- অমুসলিম দেশে মুসলিমদের জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণের অন্যতম শর্ত হলো মুসলিম জনগোষ্ঠীর কল্যাণের জন্য তাতে অবস্থান করা। যদি কারো উপস্থিতি ও দক্ষতা সেখানে বসবাসকারী মুসলমানদের প্রয়োজন হয়, তবে তার জন্য সে দেশের জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণ আবশ্যক হয়ে যাবে। যেমন, অমুসলিম দেশের মুসলিমদের মধ্যে ইসলাম চর্চা ও অনুশীলনের জন্য কেউ না

থাকলে, একজন প্রাজ্ঞ ও বিজ্ঞ আলিমের জন্য সেখানে জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণ করা আবশ্যক হয়ে যাবে।

- যদি কারো উপস্থিতি ও দক্ষতা অমুসলিম দেশের মুসলমানদের সহায়ক হয়, তবে তার জন্য সেখানে জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণ করে অবস্থান করা উত্তম হবে। যেমন, অমুসলিম দেশের মুসলিমদের মধ্যে ইসলাম চর্চা ও অনুশীলনের জন্য প্রাজ্ঞ ও বিজ্ঞ আলিম থাকলেও, অপর একজন প্রাজ্ঞ ও বিজ্ঞ আলিমের উপস্থিতি সে দেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য সহায়ক হবে। তাই তার জন্য সেখানে জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণ করা উত্তেম হিসেবে বিবেচ্য হবে।

উপসংহার

অমুসলিম রাষ্ট্রে মুসলিমদের জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণ করে স্থায়ী আবাসনের ব্যাপারে ইসলামী আইনবিদদের মধ্যে যেহেতু মতবিরোধ রয়েছে, তাই অমুসলিম রাষ্ট্র থেকে মুসলিম রাষ্ট্রে তাদের স্থানান্তরিত হওয়া আবশ্যক এবং তাদের শুধু ইসলামী রাষ্ট্রে স্থায়ী আবাসন তৈরি করতে হবে- এমন মতামতকে একমাত্র চূড়ান্ত মনে করা উচিত হবে না। যদি এটাই চূড়ান্ত মতামত হিসেবে মেনে নেওয়া হয়, তবে ইসলামের প্রচার-প্রসার ও ইসলামী দাওয়াহ কার্যক্রমের দ্বার চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যাবে। ইসলামী ইতিহাস বলে, দারুল ইসলাম থেকে মুসলিম ব্যবসায়ী, সূফি ও ইসলামী দায়ীগণ এশিয়া, আফ্রিকা সহ বিভিন্ন অমুসলিম রাষ্ট্রে আগমন করে স্থায়ী আবাস গড়ে তুলেছিলেন। সেভাবেই তাতে ইসলামের ব্যাপক প্রচার-প্রসার হয়েছিলো। উল্লেখ্য যে, অমুসলিম দেশে মুসলিমদের জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণ সংক্রান্ত বিধান অনেকটা নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট দেশের নাগরিকদের অবস্থা এবং ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি তাদের মনোভাব ও অবস্থান বিবেচনায়। যদি অমুসলিম রাষ্ট্রের মনোভাব ও অবস্থান এবং সেখানকার নাগরিকদের অবস্থা মুসলমানদের অনুকূলে না থাকে, তবে তাতে মুসলিমদের জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব গ্রহণ করে অবস্থান করা জায়িয হবে না। আর যদি ধর্মবিমুখ হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে এবং পরবর্তী প্রজন্মের ধর্ম পালনে শঙ্কাও তৈরি না হয়, তবে মুসলিমদের পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা দেয়, এমন অমুসলিম রাষ্ট্রে মুসলিমদের জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব নিয়ে অবস্থান করা বৈধ হবে।

পরিশেষে বলা যায়, যদি অমুসলিম রাষ্ট্রে অবস্থানের মাঝে মুসলিম জনগোষ্ঠীর বৃহৎ কল্যাণ ও স্বার্থ নিহিত থাকে, অথবা তা থেকে স্থানান্তরিত হলে মুসলিম জনগোষ্ঠীর অপূরণীয় ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, তাহলে সে রাষ্ট্রে নাগরিকত্ব গ্রহণ করে মুসলিমদের অবস্থান করা আবশ্যক হবে।

Bibliography

al-Qur'ān al-Karīm

al-'Awnī, Ḥātim Ibn 'Ārif al-Sharīf. ND. *al-Walā wa al-Barā Bayna al-Ghluw wa al-Jafā*. Medina: Jāmi'ah Umm al-Qurā

al-'Azab, Aḥamd Jawdah. 2019. "Sharḥ Mafhūm al-Jinsiyyah" *al-Majallah al-Qānūniyyah*, 6:1, 14–36. DOI: 10.21608/jlaw.2019.59982

'Abd al-Laṭīf, Ismā'īl 'Uklah. 2009."Aḥkām al-Tajannus fī al-Fiqh al-Islāmī" *Journal of The Iraqi University*, 23:1, 203-32.

Abū Dāwūd, Sulaymān Ibn Ash'ath Ibn Isḥāq al-Sijistānī. 2015. *Sunan Abī Dāwūd*. Edited by: Rāid Ibn Abī 'Alfah. Riyad: Dār al-Ḥaḍārah.

Abū Yaḥyā, Muḥammad. 1995. al-Alāqah al-Duwaliyyah fī al-Islām. Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabī.

al-Aḥmadī, 'Abd al-'Azīz. 2004. *Ikhtilāf al-Dārain wa Atharuh*. Madinah: al-Jāmi'ah al- Islāmiyyah.

al-Bayḍāwī, Nasir al-din. 1998. *Tafsir al-Bayḍāwī*. Istanbul: Maktabah al-Haqiqah.

al-Bayhaqī, Abū Bakr Aḥmad Ibn Ḥusain. 2003. *al-Sunan al-Kubrā*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah

al-Bukhārī, Abū 'Abd Allah Muḥammad Ibn Ismā'īl. 2015. *al-Ṣaḥīḥ*. Edited by: Rāid Ibn Abī 'Alfah. Riyāḍ: Dār al-Ḥaḍārah.

al-Kasānī, Abū Bakr 'Alā al-Dīn. 1982. *Badā'i'i al-Ṣanāi'i fī Tartīb al-Sharā'i'i*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Arabī.

al-Maydānī, Sāmī. 1931. *Mūjaz fī al-Ḥuqūq al-Duwaliyyah al-Khaṣṣah*. Damascus: Maktab al-Nashr al-'Arabi.

al-Maslūt, Ṣāliḥ Ḥasan. 2013. "Mafhūm al-Muwāṭanah Wa Ḥuqūquhā Wa Wājibātuhā Wa Qiyamuhā Bayna al-Fikr al-Siyāsī al-Islāmī Wa al-Dawlah al-Qawmiyyah al-Ḥadīthah" *al-Multaqā al-Duwalī al-Sādis : Fiqh al-Muwāṭanah fī al-Fikr al-Islāmī al-Muw'āṣir*. http://fac-sciences-islamiques-ar.univ-batna.dz/images/seminaireinternational/annee13-14/mouatana.pdf

al-Nawawī, Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Sharaf. ND. *al-Majmū'*. Jeddah: Maktabah al-Irshād.

al-Qaḥṭānī, Muhammad Ibn Sa'id. 1413H. *al-Walā Wa al-Barā fi al-Islām*. Riyāḍ: Dār Ṭaibah.

al-Qarḍāwī, Yūsuf. 2001. *Fī Fiqh al-Aqalliyyāt al-Muslimah*. Cairo: Dār al-Shurūq.

- 2009. *Fiqh al-Jihād*. Cairo: Maktabah al-Wahbah.

al-Shāfi'ī, Abū 'Abd Allah Muḥammad Ibn Idrīs. 1410H. Kitāb al-Umm. Beirūt: Dār al-Ma'rifah

al-Ṭabarānī, Abū al-Qāsim Sulaymān Ibn Aḥmad Ibn Ayyūb. ND. *al-Mu'jam al-Awsaṭ*. Cairo: Dār al-Ḥaramain

al-Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad Ibn Jarīr. 2000. *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*. Edited by: Aḥmad Muḥammad Shākir. Beirut: Muwassasah al-Risālah

al-Tirmidhī, Abū 'Īsā Muḥammad Ibn 'Īsā Ibn Sawratah Ibn Mūsā. 2015. *Sunan al-Tirmidhī*. Edited by: Rāid Ibn Abī 'Alfah. Riyad: Dār al-Ḥaḍārah.

al-'Uthmānī, Muḥammad Taqī. 2003. *Buḥūth fī Qaḍāyā Fiqhiyyah Mu'āṣirah*. Damascus: Dār al-Qalam.

al-Zahrānī, Fāris Ibn Aḥmad Ālu Shuwayl. ND. *al-'Alāqāt al-Duwaliyyah fi al-Islām*. Markaz al-Dirāsāt wa al-Buḥūth li al-Islām.

al-Zuḥaylī, Wahbah. 1998. *Asrār al-Ḥarb*. Beirut: Dār al-Fikr.

El Fadl, Khaled Abou. 1994. ''Islamic Law and Muslim Minorities: The Juristic Discourse on Muslim Minorities from the Second/Eighth to the Eleventh/Seventeenth Centuries''Islamic Law and Society, 1(2), 141. https://doi.org/10.2307/3399332

Faruqi, Harith Suleiman. 1982. *Faruqi's Law Dictionary*. Beirut: Maktabah Lubnan.

Fawzī, Sāmiḥ. 2007. *al-Muwāṭanah*. Cairo: Markaz al-Qāhirah

Ibn 'Abd al-Barr, Abū'Umar Yūsuf Ibn 'Abd Allah Ibn Muḥammad. 1992. *al-Istī'āb fī Ma'rifat al-Aṣḥāb*. Edited by: 'Alī Muḥammad al-Bajāwī. Bairūt: Dār al-Jail

Ibn al-Qayyim, Shams al-Dīn Abū 'Abd Allah Muḥammad Ibn Abī Bakr Ibn Ayyūb. 2021. *Aḥkām Ahl al-Dhimmah*. Beirut: Dār Ibn Ḥazam.

Ibn 'Āmir, 'Emād. 1425H. *al-Hijrah Ilā Bilād Ghair al-Muslimīn*. Beirut: Dār Ibn Ḥazam.

Ibn Bādīs, 'Abd al-Ḥamīd. 1997. *Āthār Ibn Bādīs*. Algeria: Maktabah al-Shirkah al-Jazairiyyah.

Ibn Bayyah, 'Abd Allah Ibn Maḥfūẓ. 2018. *Ṣinā'ah al-Fatwā Wa Fiqh al-Aqalliyyāt*. Dubai: Al-Muwatta Center

Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, Shihāb al-Dīn Abū al-Faḍl Aḥmad. 2019. *Fatḥ al-Bārī*. Beirut: Dār al-Fikar.

Ibn Ḥanbal, Abū 'Abd Allah Aḥmad.1995. Musnad Aḥmad. Edited by: Aḥmad Shākir. Cairo: Dār al-Ḥadīth

Ibn Ḥazam, Abū Muḥammad 'Alī Ibn Aḥmad al-Andalūsī. 1994. *al-Muḥallā*. Beirut: Dār al-Jail

Ibn Kathīr, Abū al-Fidā Ismā'īl Ibn 'Umar al-Dimashqī. 2000. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Beirut: Dār al-Ma'rifah.

Ibn Sabīl, Muḥammad Ibn 'Abd Allah. 2007. *Ḥukm al-Tajannus*. Algeria: Majlis al-Hudā.

Ibn Taymiyyah, Taqī al-Dīn Abū al-'Abbās Aḥmad Ibn 'abd al-Ḥalīm. 1991. *al-Istiqāmah*. Riyāḍ: Idārah al-Thaqāfah Wa al-Nashr.

Khallāf, 'Abd al-Wahhāb. 2001. *al-Siyāsah al-Shar'iyyah*. Beirut: Muassasah al-Risālah.

Qal'ajī, Muḥammad Rawwās. 1996. *Mu'jam lughah al-fuqahā*. Beirut: Dār al-Nafā'is.

Shalabī, Aḥmad. 1995. *Mawsū'ah al-Tārīkh al-Islāmī*. Cairo: Maktab al-Nahḍah al-Miṣriyyah.

Tūbūliyyāk, Sulaymān Muḥammad. 1998. *al-Aḥkām al-Siyāsiyyah Li al-Aqalliyyāt al-Muslimah*. 'Ammān: Dār al-Nafā'is.

Zaradūmī, Falah. 2006. "Fiqh al-Siyāsah al-Shar'iyyah li al-Aqalliyyāt al-Muslimah". Master's Thesis, University of Batna, Algeria.